১২/০৭/২০২২ খ্রিঃ তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত, প্রতিপক্ষের লিখিত আপত্তি, উভয়পক্ষের দাখিলীয় কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করলাম।

দরখাস্তকারী পক্ষের মূল বক্তব্য হলো

দরখাস্ত বর্নিত ১ নং তফসিলোক্ত ভুমির আর এস রেকর্ডীয় মূল মালিক ছিল ফজল করিম গং। উক্ত ফজল করিম গং ৩ জনে তাদের অংশীয় ভুমি ফয়েজ আলী বরাবর হস্তান্তর করেন। ফয়েজ আলী মোট ৩১৫ শতক ভুমিতে স্বত্ববান থাকাবস্থায় মরনে তৎ ওয়ারীশগনের মধ্যে বাদীগনের পূর্ববর্তী এজাহার মিয়া ওয়ারীশ ও খরিদসূত্রে ১৪৪ শতক প্রাপ্ত হন। উক্ত সম্পত্তি হতে ২০ শতক হস্তান্তর বাদে অবশিষ্ট ১২৪ শতত থাকলেও এজাহার মিয়া সরসে নিরসে ৯৫.৫০ শতকে ভোগদখলে থাকাবস্থায় মরনে বাদীগণ তৎ ওয়ারীশ হিসাবে উক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়।

২ নং তফসিলোক্ত ভুমি ফয়েজ আলী গং দের ছিল। উক্ত সম্পত্তি তৎ ওয়ারীশগনের মধ্যে আপোষ বিনিময়ে ১২.৭৫ ভুমি এজাহার মিয়া প্রাপ্ত হন এবং তার নামে বি এস খতিয়ান হয়। এভাবে দরখাস্ত বর্নিত ১(ক) ও ২(ক) নং তফসিলোক্ত (৮১ + ১২.৭৫) = ৯৩.৭৫ শতক ভুমিতে বাদীগণ স্বত্ববান হন। উক্ত সম্পত্তি তাহারা পূর্ববর্তীর আমল থেকে ধারাবাহিকভাবে বিবাদীগনের সহিত এজমালে ভোগদখলকার নিয়ত আছেন। দরখাস্তকারী পক্ষ অত্র মামলার ৫৫/৫৯/১২১/১২৪/১২৫ নং বিবাদীগণ যাহাতে নালিশী ভুমিতে অনুপ্রবেশ, বাদীগনের শান্তিপূর্ন ভোগ দখলে বিঘ্ন সৃষ্টি এবং তথায় রুপান্তর ও হস্তান্তর করিতে না পারে তজ্জন্য অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দাখিল করেছেন। দরখাস্তকারীপক্ষের আরো বক্তব্য হলো বাদীপক্ষের প্রাইমা ফেসী কেস এবং সুবিদা অসুবিধার ভারসাম্য বাদীপক্ষের অনুকুলে রয়েছে এবং উক্ত বিবাদীগণ যদি তাদের অবৈধ কার্য হাসিল করিতে সমর্থ হয় তাহলে বাদীপক্ষের অপূরনীয় ক্ষতির কারন ঘটিবে যাহা অর্থ দিয়ে মেটানো সম্ভব নাও হতে পারে। এমতাবস্থায় দরখাস্তকারীপক্ষ অন্তবর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেন।

অপর দিকে ১-১২ নং বিবাদী প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীপক্ষের উক্ত বক্তব্যকে অস্বীকার পূর্বক লিখিত আপত্তি দাখিল করিয়া নিবেদন করেন যে,

১(ক) তফসিলোক্ত সম্পত্তির মূল আর এস রেকর্ডীয় মালিক ফয়েজ আলী মরনে ৩ পুত্র ৩ কন্যা পায়। তাদের মধ্যে পুত্র এজাহার মিয়ার ওয়ারীশ হলো বাদীগণ। বাদীগণ এজাহার মিয়া যে বিভিন্ন সময়ে তার স্বত্বাংশীয় ভুমি বিক্রয় করেছেন তা দরখাস্তে গোপন করেছেন। এজাহার মিয়া ১৯৭২ ইং সনে ৭৮৩৬ নং কবলা মুলে ৬ শতক, ২৯/৭/৭৫ ইং তারিখের ৫৮৮৩ নং কবলামুলে ৪ শতক হস্তান্তর করেন। এজাহার মিয়ার পুত্র ১ নং বাদী ২৭/০৬/২০০৫ ইং তারিখে কবলামুলে ৪ শতক এবং ৪ নং বাদী ১৯/১০/২০১৫ ইং তারিখে ১ শতক ভুমি হস্তান্তর করেন। ফয়েজ আলীর পুত্র আলতাফ মিয়া ১২/০৫/১৯৬৫ ইং তারিখে ২৪ শতক আবদুল সবুর বরাবর এবং ৩১/০৫/১৯৬৬ ইং তারিখে নালিশী দাগাদি আন্দরে ৪০ শতক ভুমি আলী আকবর বরাবর হস্তান্তর

করেন। উক্ত আলতাফ মিয়া নালিশী আর সে ৬০৫০ দাগে ৬ শতক ভূমি দানপত্র মূলে ১২১ নং বিবাদী বরাবর হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে আবদুল সবুর ও আলী আকবর তাদের খরিদা ভূমি মোঃ ইউনুছ বরাবর হস্তান্তর করেন। মোঃ ইউনুছ হতে নালিশী আর এস ৩২৬৯/৩২৭০/৩২৬৮ দাগাদির ২৮ শতক ভূমি মোঃ হোসেন খরিদ করেন। ফয়েজ আলীর কন্যা সুফিয়া হতেও ১৬ শতক ভূমি ৩০/০৬/১৯৭৬ ইং তারিখে মোঃ হোসেন খরিদ করেন। মোঃ হোসেনের ওয়ারীশগণ ৩০/১২/২০০৪ ইং তারিখে এওয়াজনামা মূলে ৩৬ শতক ভূমি ১২১ নং বিবাদী বরাবর হস্তান্তর করেন। ছাবেরা খাতুন আর উক্ত ৩৬ শতক ভূমি ১২৪ নং বিবাদীর নিকট হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে তার নামে বি এস নামজারি ৪২৭৮ সৃজিত হয়। এজাহার মিয়া হতে বাদী কোন স্বত্ব প্রাপ্ত হননি। বিরোধীয় ভূমিতে বাদীর কোন স্বত্ব স্বার্থ নেই। বাদীপক্ষের মামলা মিথ্যা ও হয়রানীমূলক বিদায় বিবাদীপক্ষ নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য দাবি করেন।

উপরিউক্ত বক্তব্য ও দাখিলীয় কাগজাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মামলাটি ইস্যু গঠন পর্যায়ে থাকাবস্থায় বাদীপক্ষ বিবাদীদের বিরুদ্ধে অত্র নিষেধাজ্ঞার আবেদন দাখিল করেন। বাদীপক্ষ নালিশী ১(ক) ও ২(ক) নং তফসিলের আন্দরে শুধুমাত্র (৮১ + ১২.৭৫) =৯৩.৭৫ শতক ভূমিতে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেছেন। উভয়পক্ষের স্বীকৃতমতে নালিশী তফসিলভুক্ত সম্পত্তি বাদী ও বিবাদীদের এজমালি সম্পত্তি। বাদীপক্ষ তপসিল বর্নিত দাগাদির আন্দরে মৌরশী ও খরিদসূত্রে ৯৩.৭৫ শতক সম্পত্তিতে স্বত্ব দাবি করলে বিবাদীপক্ষ তা অস্বীকার করেছেন। বিবাদীপক্ষ বাদীপক্ষের বিরুদ্ধে তাদের পূর্ববর্তী কর্তৃক হস্তান্তরিত দলিলাদির বিষয় গোপন করার অভিযোগ তুলেছেন। বিবাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় দলিলাদি পর্যালোচনায় উক্তরুপ দাবির সত্যতা প্রতীয়মান হয়। সুতরাং তফসিলোক্ত দাবিকৃত সম্পূর্ন সম্পত্তিতে বাদীগনের স্বত্ব ও দখল বজায় থাকার বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। প্রার্থীকপক্ষের স্বীকৃতমতে বাদী ও বিবাদীগণ নালিশী দাগের সম্পত্তি এজমালে ভোগদখলে আছেন। যেহেতু বিবাদীগণ ও নালিশী দাগে সহ-অংশীদার সুতরাং একজন সহ-অংশীদার কে তাহার মালিকীয় ও দখলীয় সম্পত্তি ভোগ করা থেকে বিরত থাকার আদেশ প্রদান আইনানুগ ও সমীচীন হবে না বিবেচনা করি। আরো একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় হলো, দরখাস্তকারীপক্ষের নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত পর্যালোচনা করে নিষেধাজ্ঞার আদৌ কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা সে বিষয়ে কোন বক্তব্য আমার নিকট দৃষ্ট হয়নি।

দরখাস্ত পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকৃত অর্থে বিবাদীরা নালিশী সম্পত্তির ক্ষতি হয় বা আকার প্রকৃতির পরিবর্তন হয় এমন কিছু করেছেন বা করার চেষ্টা করেছেন এমন কোন মন্তব্য উল্লেক করা হয়নি। বাদীপক্ষ গতানুগতিক ও ঢালাওভাবে বিবাদীদের বিরুদ্ধে নালিশী সম্পত্তির শান্তিপূর্ণ ভোগদখলে বাধা প্রদান এবং নালিশী সম্পত্তি রুপান্তর বা অন্যত্র হস্তান্তরের পায়তারা করিতেছে মর্মে অভিযোগ করেন। বিবাদীগণ শান্তিপূর্ণ ভোগদখলে কখন, কিভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছেন তা সুনির্দিষ্টভাবে কোথাও উল্লেখ নেই। বাদীর নিষেধাজ্ঞার দরখাস্তে বিবাদীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পূর্ন আশঙ্কাপ্রসূত এবং ভবিষ্যত কার্যনির্ভর মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

এক্ষেত্রে অত্র আদালত মনে করে " Any relief warrants the happening of certain events which is prejudicial to the interest of the party seeking relief. In this case, the plaintiffs are contemplating a future event. An order of injunction even if ad-interim form cannot be granted on a mere apprehension that a particular event may occur at any time in future.

সুতরাং অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার কোন যৌক্তিক কারন আছে বলে আমি মনে করি না।

উপরিউক্ত আলোচনা পর্যালোচনায় অত্র আদালত এরুপ সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছে যে, মামলার এ পর্যায়ে বাদীপক্ষ আপাত Prima facie কেস প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি এবং তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার পাল্লা বাদী পক্ষের প্রতিকুলে এবং অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুর হলে বাদীপক্ষের অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে মর্মে দৃষ্ট হয়না। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষের অস্থায়ী নিষেধজ্ঞার প্রার্থনা নামঞ্জুরযোগ্য মর্মে বিবেচনা করি।

অতএব আদেশ হয় যে,

বাদী/দরখাস্তকারীপক্ষ কতৃক আনীত গত ইং ১২/০৭/২০২২ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
২য় সিনিয়র সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
২য় সিনিয়র সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম